# 'আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলা ভাষা এবং শহীদদের প্রতি অমর স্বীকৃতি মহান ভাষা আন্দোলনের ফসল'

## একান্ত সাক্ষাৎকারে ড. জিনাত ইমতিয়াজ আলী

### মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

বাংলাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাভাষা এবং শহীদদের প্রতি অমর স্বীকৃতি মহান ভাষা আন্দোলনের ফসল। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনেরই অন্যতম অর্জন এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষাকে মর্যাদাদানের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১। প্রশ্ন ঃ বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে চলছে এবং কার্যক্রম কি?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। আপনি ঠিকই বলেছেন প্রতিষ্ঠানটি বাংলা একাডেমীর মত ১৯৫২ মহান ভাষা আন্দোলনের ফসল। জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা ইউনেস্কো আমাদের ভাষা আন্দোলনকে স্বীকৃতির পাশাপাশি বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের মর্যাদাদানে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

যেহেতু ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে এবং যা এ অঞ্চলের মানুষের দ্বারা সংগঠিত। এ আন্দোলনের চেতনাকে আশ্রয় করে বাংলাদেশের উদ্ভব। সেহেতু সকল ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাংলাদেশের এগিয়ে আসতে হবে। সহজ কথায় বলা যায়, তা বাংলাদেশেরই দায়িত্ব বর্তায়। এ লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি প্রকল্পের সারপত্র প্রণয়ন করে এবং তা ২০০০ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রাক একনেক সভায় পেশ করে। এ প্রকল্পের উদ্যোগী ও বাস্তবায়ন সংস্থা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২। প্রশ্ন ঃ এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ ক. মাতৃভাষা বাংলাকে সমুন্নত রাখার সংগ্রামদীপ্ত মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ কর্তৃক "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণসহ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ।

খ. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, বর্ণমালা, প্রকাশিত, বই, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং তথ্য বিনিময় করা।

গ. মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে ভাষার জাদুঘরে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা।

ঘ. সভ্যতার বিকাশে বিলুপ্ত হয়েছে এমন ভাষাসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।

ঙ. জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত রচনাবলি বাংলা থেকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ. যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়োজনে সুদক্ষ দোভাষী তৈরি করা এবং কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতাকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য ভাষায় অনুবাদের প্রযুক্তির গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

ছ. ভাষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা।

জ. ভাষা শিক্ষা ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও কৃষ্টিকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ঝ. বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ওপর গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। আপনারা সবাই জানেন শিল্পকলা একাডেমীর উত্তরে অবস্থিত সরকার প্রদত্ত এক একর জমিতে বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ১০ তলার ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের ৩ তলা নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং নির্মাণ কাজসহ প্রকল্পের অ্যাকাডেমিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে প্রকল্পের আওতায় ২১ সদস্যবিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট কাজ করে। এ জন্য জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সংগ্রহ এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকান্ডের তত্ত্বগত পরিসর এবং ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো নির্ধারণপূর্বক সরকারের প্রায় সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজের পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরুর পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয় একটি 'প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে। আশা করা যায়, বর্তমান প্রকল্পটি এখন থেকে দ্রুতগতিতে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

৩। প্রশ্ন ঃ এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ার লক্ষে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডায় বহু ভাষী ও বহু জাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর প্রথম উদ্যোগ সবার জানা। এই গোষ্ঠীর রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের প্রথম কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তারা প্রথমে ইউনেস্কো এবং পরে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইউনেস্কোয় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করে। তখন বিষয়টি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমলাতান্ত্রিক বিধিমালা এড়িয়ে সরকারের প্রস্তাব বা নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতার প্রক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পাঠান। প্রস্তাবটির শেষ লাইনের লেখা হয়।

Proposes that 21 February be proclaimed International Mother Language Day throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in 1952.

এরপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে গিয়ে কুটনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা কাজে লাগান। এ সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সহযোগিতা করেন ড. সাদাত হোসেন সচিব, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আল-প্যারিসে

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, ড. সাইদুর রহমান উপাচার্য-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আয়েশা খাতুন- মহাপরিচালক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রফেসর, কফিল উদ্দিন আহমেদ সচিব বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর মহান একুশকে গোটা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের ঘোষণা ও স্বীকৃতি দেয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে ৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা এক সমাবেশে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে মহান ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন।

৪। প্রশ্ন ঃ মহান একুশ উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

উত্তর ঃ আগেই বলেছি এ প্রতিষ্ঠানটি এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি। জনবল, পদ কাঠামো এবং এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করার কর্মপদ্ধতি নীতিমালা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করার জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেছেন। অচিরেই যে লক্ষ্যে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মকান্ড শুরু করবে।

বাঙালি জাতির গৌরবান্বিত ইতিহাস এবং অজেয় অহংকার অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এখন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। এ সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জাতিসত্তার মানুষ প্রতি বছর স্মরণ করবে আমাদের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে।

ব্যক্তিমানুষ এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসত্তা বিকাশের মুক্ত ও স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র হবে এ ইনস্টিটিউট। বাঙালির রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আত্মিক উন্নতির। এটি হবে আর একটি মহান প্রতীকী মিনার। একুশের দুর্জয় ও অপ্রতিরোধ্য চেতনার রূপান্তরিত রূপক, যা প্রকৃতপক্ষে জাতিসত্তা বিকাশে বিশ্বের সকল মানুষের সম্মিলিত উত্তরাধিকারের স্মারক।

**সাক্ষাৎকার গ্রহণে : কাজী মাছুম বিল্লাহ**